বিশ্বকাপ ফুটবলের থিম সং

ওয়াকা ওয়াকাই সেরা!

● শানজিদ অর্ণব

২০১০ বিশ্বকাপ ফুটবল চলার সময় দেশের আনাচে-কানাচে কোথাও কি শাকিরার 'ওয়াকা ওয়াকা' গানটা বাজানো বাদ ছিল! মনে হয় না! গত বিশ্বকাপের কথা চিন্তা করলে যে কেউই এ গানটা গুনগুনিয়ে উঠবেন, এটা প্রায় নিশ্চিত করেই বলা যায়। ইউটিউবে সবচেয়ে বেশি হিট ভিডিওর মধ্যে শাকিরার ওয়াকা ওয়াকা আছে অষ্টম স্থানে। তার মানে বিশ্বকাপ ফুটবলের থিম সং নেহাত গানই নয়, বরং বিশ্বকাপের আনন্দ আর উদ্দামতার এক স্মারক। বিশ্বকাপ ফুটবল প্রথম অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৩০ সালে। আর থিম সংয়ের প্রচলন শুরু হয় ১৯৬২ বিশ্বকাপ থেকে। থিম সং বা অফিসিয়াল সং নামে এখন একটি মূল গান নির্ধারণ করে ফিফা। আর তার সঙ্গে থাকে অ্যানথেম। এবারের ব্রাজিল বিশ্বকাপে গানের কিন্তু বেশ ছড়াছড়ি। অফিসিয়াল থিম সং, কোকাকোলা অফিসিয়াল ন্যাশনাল অ্যানথেম আর এসব মিলিয়ে বিশ্বকাপ নিয়ে ১৭টি গানের সমন্বয়ে প্রকাশিত হয়েছে গানের অ্যালবাম 'ওয়ান লাভ, ওয়ান রিদম : দি অফিসিয়াল ২০১৪ ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ অ্যালবাম'।

এবারের থিম সং উই আর ওয়ান (ওলে ওলা) গেয়েছেন লাতিন আমেরিকার তিন শিল্পী : কিউবান র‍্যাপার পিটবুল, জে লো খ্যাত জেনিফার লোপেজ এবং ব্রাজিলের পপ তারকা ক্লদিয়া লেইত্তে। তবে গতবারের শাকিরার ওয়াকা ওয়াকা গানটির তুলনায় এবারের ওলে ওলা নিঃসন্দেহে হতাশ করেছে ফুটবল ভক্তদের, অন্তত বাংলাদেশে তো তাই মনে হচ্ছে। তবে শাকিরার জাদুতে মুগ্ধদের মুখে হাসি ফুটিয়েছে এবার শাকিরার বিশ্বকাপ নিয়ে গাওয়া লা লা লা গানটি। গানটি বিশ্বকাপের মিউজিক অ্যালবামে যুক্ত হয়েছে। গতবার শাকিরার সঙ্গে ফুটবল বিশ্ব আরো একটি গানে নেচে

উঠেছিল– কে'নান-এর ওয়েভ ইন ফ্লাগ। এটি ছিল ওয়ার্ল্ড কাপ অফিসিয়াল অ্যানথেম ফ্রম কোকাকোলা। এবারো আছে কোকাকোলার অফিসিয়াল অ্যানথেম। কোকাকোলার এ অফিসিয়াল অ্যানথেমে লাতিন আমেরিকার সুর খুবই স্পষ্ট। 'দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ আওয়ারস' শিরোনামের এ গানের সব শিল্পীর শেকড়ই লাতিন আমেরিকায়। গানটির গায়ক ডেভিড কোরের মা ব্রাজিলের অধিবাসী, অন্য গায়ক কার্লোস ভাইবস কলম্বিয়ার শিল্পী এবং ব্রাজিলের স্ট্রিট ব্যান্ড মোনোব্লাকো।

১৯৯৮ ফুটবল বিশ্বকাপ থেকে অফিসিয়াল থিম সংয়ের পাশাপাশি একটি অ্যানথেমও চালু হয়। এবারের অ্যানথেমের শিরোনাম 'দার উম জেইতো' (উই উইল ফাইন্ড এ ওয়ে)। এ গানটি পারফর্ম করবেন গিটারের কিংবদন্তি কার্লোস সানটানা, সুইডিশ ইলেক্ট্রো ডিজে অ্যাভিসি, ব্রাজিলিয়ান-লাতিন গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ড জয়ী আলেকজান্দ্রে পাইরেস এবং হাইতিয়ান-আমেরিকান র‍্যাপার ওয়েক্লেফ জিন উইল। ১৩ জুলাই

এবারের বিশ্বকাপের ফিফা অফিসিয়াল অ্যালবাম 'ওয়ান লাভ, ওয়ান রিদম'

বিশ্বকাপের সমাপনী অনুষ্ঠানে এ শিল্পী গানটি রিও ডি জেনিরোতে সরাসরি

এবারের বিশ্বকাপের থিম সং গাইছেন জেনিফার লোপেজ ও পিটবুল

পারফর্ম করবেন। গত বছর ডিসেম্বর মাসে ফিফা এবং সনি মিউজিক বিশ্বকাপ ফুটবল উপলক্ষে একটি গান তৈরির জন্য সুপার সং নামে সবার জন্য উন্মুক্ত একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত গানটি গাইবেন বিশ্বখ্যাত পুয়ের্তোরিকান গায়ক রিকি মার্টিন। এতে যে কেউ নিজের তৈরি গানের কম্পোজিশন জমা দিতে পেরেছেন। ২৯টি দেশ থেকে মোট ১৬শ কম্পোজিশন জমা পড়ে এ প্রতিযোগিতায়। এগুলোর মধ্য থেকে রিকি মার্টিন, জুরি বোর্ড এবং পাবলিক ভোটে নির্বাচিত হয় আমেরিকার গীতিকার ও গায়ক এলিজাহ কিংয়ের 'ভিভা' গানটি। গানটি রিকি মার্টিন নিজেই রেকর্ড করেছেন এবং এটি 'ওয়ান লাভ, ওয়ান রিদম : দি অফিসিয়াল ২০১৪ ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ অ্যালবাম'-এ স্থান পেয়েছে।

এ যাবৎ তৈরি হওয়া বিশ্বকাপের থিম সংগুলোর মধ্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় গান কোনটি? বিলবোর্ড ডট কমের হিসাবে গত বিশ্বকাপে শাকিরার গাওয়া ওয়াকা ওয়াকা গানটিই বিশ্বকাপের ইতিহাসের সবচেয়ে জনপ্রিয় গান। দ্বিতীয় স্থানে আছে ১৯৯০-এর বিশ্বকাপের অ্যান ইতালিয়ান সামার গানটি। তৃতীয় স্থানে আছে ১৯৯৮ বিশ্বকাপে রিকি মার্টিনের গাওয়া দ্য কাপ অব লাইফ। চতুর্থ স্থানে আছে ১৯৭৮ সালে আর্জেন্টিনায় অনুষ্ঠিত বিশ্বকাপের এল মুন্ডিয়াল। পঞ্চম স্থানে আছে ১৯৭৪ সালের জার্মান বিশ্বকাপে পোলিশ গায়ক ম্যারিলা রোডোউইকজের গাওয়া ফুটবল গানটি। ষষ্ঠ স্থানে আছে '৯৮

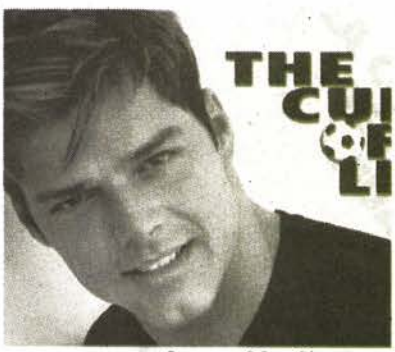

অনেকের মতে, ১৯৯৮ বিশ্বকাপের রিকি মার্টিনের গাওয়া 'দ্য কাপ অব লাইফ'ই সেরা থিম সং

ফ্রান্স বিশ্বকাপে বেলজিয়ান গায়ক এবং অ্যাক্টিভিস্ট ইউসোয়ু এন'ডর-এর গাওয়া লা কর দা গ্রান্দস গানটি। সপ্তম স্থানে আছে ১৯৬২ সালের চিলি বিশ্বকাপে চিলির রক ব্যান্ড লস র‍্যাম্বলারসের এল রক দে মুন্ডিয়াল। অষ্টম স্থানে আছে গত বিশ্বকাপে কে'নান-এর ওয়েভ ইন ফ্লাগ। নবম স্থানে ১৯৯৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্বকাপের গ্লোরিল্যান্ড। দশম স্থানে আছে ১৯৬৬-তে অনুষ্ঠিত ইংল্যান্ড বিশ্বকাপের ওয়ার্ল্ড কাপ উইলি। ■